আয়কর

কর পরিপালন বৃদ্ধির মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে আয়কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

২০১৯-২০২০ কর বছরের জন্য আয়কর হার

(১) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতা:

- সকল শ্রেণির করদাতার জন্য করমুক্ত আয়ের বিদ্যমান সীমা এবং কর হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(২) কোম্পানি করদাতা:

- কোম্পানি করদাতার বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ কর বছরের জন্য সারচার্জ

(৩) ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ

(ক) ব্যক্তি-করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের ভিত্তি ২.২৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। সারচার্জের হার এবং ন্যূনতম সারচার্জের বিদ্যমান বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে

(খ) তবে কোনো করদাতার নীট পরিসম্পদ ৫০ কোটি টাকা বা তার অধিক হলে আয় এবং প্রযোজ্য আয়কর নির্বিশেষে মোট সম্পদের ০.১০ শতাংশ হারে অথবা প্রদেয় আয়করের উপর ৩০% হারে এই দুইটির মধ্যে যেটি বেশি তা আরোপ করা হয়েছে ।

(৪) তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার সারচার্জ

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান ২.৫% হারে সারচার্জ আরোপের বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা এবং ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণঃ

৫। তৈরি পোশাক খাতের বিদ্যমান কর্পোরেট কর হার আরো এক বছরের জন্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

৬। টেক্সটাইল খাতে নিয়োজিত কোম্পানির কর্পোরেট কর হার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ আরো তিন বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

৭। ২১টি শিল্প খাতে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন মেয়াদে এবং হারে কর অবকাশ সুবিধা আছে। ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব শিল্প খাতে কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রাখার এবং কতিপয় সম্ভাবনাময় ম্যানুফ্যাকচারিং খাত যথা - কৃষি যন্ত্রপাতি; আসবাবপত্র ; গৃহস্থালী সরঞ্জাম-রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি;

মোবাইল ফোন; খেলনা; চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য; এল ই ডি টেলিভিশন; প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কর অবকাশ সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত বিধানে শতভাগ (১০০%) কর অবকাশ সুবিধা রহিত করে প্রথম ধাপে ৯০ শতাংশ কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৮। ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহের অতিরিক্ত একটি খাত সংযুক্ত করে ক্রমহ্রাসমান হারে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত বিধানে শতভাগ (১০০%) কর অবকাশ সুবিধা রহিত করে প্রথম ধাপে ৯০ শতাংশ কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৯। হস্তশিল্প রপ্তানি, সিনেমা হল বা সিনেপ্লেক্স ও রাইস ব্র্যান অয়েল ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান কর অব্যাহতি সুবিধা একই শর্ত ও সীমায় আরো ৫ বছরের জন্য অর্থাৎ ২০২৪ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০। উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো এসএমই (SME) এর টার্নওভার এর ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্তির সীমা ৩৬ লাখের পরিবর্তে ৫০ লাখ করা হয়েছে।

১১। কোনো করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত আয় ৪ লাখ টাকা বা তার বেশি হলে অগ্রিম কর প্রদান করতে হয়। এই সীমা ৪ লাখ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১২। যেকোনো চুক্তি সম্পাদন বা পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উৎস কর হার নিম্নরূপভাবে হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রম	ভিত্তি অংকের পরিমাণ	কর্তনের হার
(১)	১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২%
(২)	১৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩%
(৩)	৫০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১ কোটি টাকা পর্যন্ত	৪%
(৪)	১ কোটি টাকার অধিক হলে	৫%

তবে সিমেন্ট এবং লৌহ ও লৌহজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যেকোনো অর্থ পরিশোধে ৩ শতাংশ উৎস কর নির্ধারণ করা হয়েছে। বিলেট সরবরাহের ক্ষেত্রে ০.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৩। বিল্ডিং বা এপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ এর ক্ষেত্রে বর্গমিটার প্রতি প্রদেয় কর হ্রাস করে আরো যুক্তিসঙ্গত করা হয়েছে। তবে যেক্ষেত্রে করদাতা স্বেচ্ছায় এই ঘোষণা প্রদান

করেননি এবং আয়কর বিভাগের কোন আইনি কার্যক্রমের ফলে এ ধরনের ফাঁকি উদঘাটিত হয়েছে সেক্ষেত্রে বর্গমিটার প্রতি কর ১০০ শতাংশ অধিক হারে কার্যকর করা হয়েছে।

১৪। সরকার ঘোষিত কোন অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্কে কোনো কোম্পানি ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী কোনো শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ১০ শতাংশ আয়কর প্রদানের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ প্রদর্শন করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৫। তেল, গ্যাসের ন্যায় কয়লা অনুসন্ধানে নিয়োজিত অনিবাসীকে অনুসন্ধান বাবদ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎস কর হার (৫.২৫%) নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৬। দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি অনুযায়ী হ্রাসকৃত বা শূন্য হারে উৎস কর কর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সহ আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৭। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত "Wheeling charge" এর উপর উৎস কর নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে

ভিত্তি মূল্য ২৫ লাখ টাকা পর্যন্তঃ ৪ শতাংশ

ভিত্তি মূল্য ২৫ লাখ টাকার অধিকঃ ৫ শতাংশ

১৮। নিবাসীর সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী বিদেশী ট্রাস্ট, ফান্ড করদাতার মর্যাদা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং কর আরোপের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। একই সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং কৃত্রিম ব্যক্তিস্বত্বা (Local Authority, Artificial Juridical Person) কে নিবাসীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯। মিডিয়া বায়িং এজেন্সি কমিশনের উপর উৎস কর আরোপের ভিত্তি ৩.৫% হতে হ্রাস করে ২.৫% করা হয়েছে।

২০। লোহা এবং লৌহজাত যেসব পণ্যের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য টনপ্রতি ৮০০ টাকা উৎস কর এর পরিবর্তে টনপ্রতি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা এবং এই কর ন্যূনতম করদায় হিসেবে বিবেচনার বিধান করা হয়েছে। তবে শিপব্রেকার কর্তৃক আমদানীর ক্ষেত্রে এই উৎস কর হার প্রযোজ্য হবে না ।

২১। অয়েল ট্যাংকার আমদানির ক্ষেত্রে অনধিক ২০ বছরের পুরোনো ট্যাংকার আমদানি পর্যায়ে উৎস কর ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২ শতাংশে ধার্য করা হয়েছে।

২২। ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্ট বা ডিলার কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহ পর্যায়ে আরোপযোগ্য উৎস করের সাথে কমিশন বা ডিসকাউন্ট এর উপর কর্তিত উৎস কর সমন্বয়যোগ্য করা হয়েছে।

২৩। অনিবাসী কোম্পানির ক্ষেত্রে Taxed Dividend করমুক্ত করার বিধান করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার সংক্রান্ত প্রণোদনাঃ

২৪। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি যে পরিমাণ স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করবে কমপক্ষে তার সমপরিমাণ ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদান করতে হবে। যদি কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত স্টক ডিভিডেন্ড এর পরিমাণ ক্যাশ ডিভিডেন্ড এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে ঘোষিত সম্পূর্ণ স্টক ডিভিডেন্ড এর উপর ১০% হারে কর প্রদানের বিধান করা হয়েছে।

২৫। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কোনো অর্থবছরে কর পরবর্তী নীট লাভ (net profit after tax) এর সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ retained earnings, fund, reserve, surplus ইত্যাদিতে স্থানান্তর করতে পারবে। অর্থাৎ কোম্পানিকে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ ডিভিডেন্ড (স্টক বা ক্যাশ) প্রদান করতে হবে। যদি কোনো কোম্পানি এরূপ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রতিবছরে retained earnings, fund, reserve, surplus এ স্থানান্তরিত মোট অর্থের উপর ১০% হারে কর আরোপের বিধান করা হয়েছে।

২৬। ব্যক্তি করদাতার হাতে পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানি হতে প্রাপ্ত মোট ডিভিডেন্ড ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক কল্যাণ ও অন্তর্ভুক্তিঃ

২৭। কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ন্যূনতম ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫ শতাংশ কর রেয়াত প্রদান করার বিধান করা হয়েছে।

২৮। শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবাপ্রদানকারী করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাস্থলে গম্যতা (accessibility) নিশ্চিতকরণে ব্যর্থতার কারণে অর্থ-আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে ৫% অতিরিক্ত করের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমান অর্থবছরে এই বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিওদের এই বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৯। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের উক্ত কার্যক্রম হতে উদ্ভুত সকল আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

কর বৃদ্ধি সংক্রান্তঃ

৩০। আয়করের সমতার নীতি অনুসরণের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সংগ্রহের উপর উৎস আয়কর কর্তনের বিধান পুনঃসংযোজন করা হয়েছে।

৩১। ব্যক্তি সংঘ (association of persons) কে উৎস কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে।

৩২। সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর উৎস কর (চূড়ান্ত করদায়) ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ (চূড়ান্ত করদায়) করা হয়েছে।

৩৩। নিবাসী কুরিয়ার সার্ভিস, প্যাকিং এবং শিফটিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় অর্থের ক্ষেত্রে গ্রস বিল অথবা কমিশন ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত যথাক্রমে ১.৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ করা এবং ২৫ লাখ টাকার বেশি হলে যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ করা হয়েছে।

৩৪। উৎস কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের আওতা বৃদ্ধি করে বাড়ি ভাড়া, হোটেল ভাড়া, কনভেনশন সেন্টার, খালি জায়গা, প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ইত্যাদি ভাড়া প্রদানকারীকে ধারা ৫২ তে বর্ণিত "specified person" এর অর্ন্তভুক্ত করা।

৩৫। উৎসে কর কর্তনের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে হোটেল ভাড়া প্রদানের উপর উৎস কর আরোপের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩৬। সাধারণ বীমা কোম্পানির সার্ভেয়ারদের ফি এর উপর নিবাসীর ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তনের হার ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ এবং অনিবাসীর ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩৭। পরামর্শক সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের উপর কর্তিত উৎস কর করদাতার ন্যূনতম করদায় এর বিধান করা হয়েছে।

৩৮। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রপ্তানি নগদ সহায়তার উপর বিদ্যমান উৎস কর হার ৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

৩৯। ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য উৎস করে পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪০। মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে টার্নওভার এর উপর ন্যূনতম কর বৃদ্ধি করে টার্নওভারের ২ শতাংশ করা হয়েছে।

৪১। সড়ক ও নৌ পরিবহন খাতের বিদ্যমান অনুমিত কর ন্যূনতম ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ খাতে অনুমিত কর সুবিধা প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। নৌযানের ক্ষেত্রে ফিটনেস নবায়নের সময় উপ কর কমিশনার কার্যালয়ের মাধ্যমে এই করের চেক বা পে অর্ডার জমা করার আইনী বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

৪২। ইট ভাটা লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রযোজ্য উৎস কর সংগ্রহের দায়িত্ব উপ কর কমিশনারকে প্রদান করা এবং এই মর্মে উপ কর কমিশনার এর নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করার বিধান করা হয়েছে।

<u>উৎস করঃ</u>

৪৩। মাইক্রো ক্রেডিট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎস কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং এবং রিটার্ন দাখিলের (উৎস করের রিটার্নসহ) বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

৪৪। মাইক্রো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘকে উৎস করের রিটার্ন দাখিলে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

৪৫। সিমেন্ট, লোহা ও লৌহজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত উৎস করকে ন্যূনতম করদায় করা হয়েছে।

৪৬। কতিপয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও মূসক এর পাশাপাশি অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়েছে।

করনেট বৃদ্ধিঃ

৪৭। সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং পৌরসভায় বাণিজ্যিক সংযোগ এর পাশাপাশি অন্যান্য সকল ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ এবং অব্যাহত রাখতে টিআইএন গ্রহণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কর ও উত্তম চর্চাঃ

৪৮। দ্বৈত কর পরিহার চুক্তিতে (DTAA) যেসব সেবা উল্লেখ করা হয়নি সেসব সেবার (ব্যান্ডউইথ, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন চার্জ ইত্যাদি) উপর কর আরোপ করার জন্য আয়কর আইনে এসব সেবাকে রয়্যালটির সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪৯। Associate Enterprise এর সাথে লেনদেনকারী অনিবাসী বা নিবাসী যেই হোক না কেন উক্ত লেনদেন আন্তর্জাতিক লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫০। আন্তর্জাতিক করের বিধানসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত কোম্পানি রিটার্ন ফরমে আন্তজার্তিক লেনদেন সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচলিত কোম্পানি রিটার্ন ফরমসমূহ রহিত করে নতুন এই রিটার্ন ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৫১। কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের সুবিধা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের Transfer Pricing Adjustment এর উপর নিয়মিত হারে কর আরোপ করার বিধান করা হয়েছে।

৫২। ট্রান্সফার প্রাইসিং Adjustment করার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত কিছু তথ্যভাণ্ডার (Database) ব্যবহার করা হচ্ছে । উক্ত তথ্যভান্ডার ব্যরহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য প্রমিত (Standard) পদ্ধতি হিসেবে ৩০-৭০ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫৩। অনিবাসী কর্তৃক শেয়ার হস্তান্তরের ফলে উদ্ভুত মূলধনী লাভের উপর আইন অনুযায়ী কর প্রদান করার শর্তে হস্তান্তরিত শেয়ারের মালিকানা পরিবর্তন করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

৫৪। Permanent Establishment এর মাধ্যমে কোনো অনিবাসী বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করলে সেই অনিবাসীর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

পরিপালনঃ

৫৫। ন্যায্য বাজার মূল্যের (fair market value) চেয়ে শেয়ারের ক্রয়মূল্য কম প্রদর্শন করলে কম প্রদর্শিত অংক ক্রেতার আয় হিসেবে বিবেচনার বিধান করা হয়েছে।

৫৬। Advance Sales বা Deposit ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুস্পষ্ট বিধান করা হয়েছে । ব্যাংকিং চ্যানেলে সম্পন্ন না করলে উক্ত Advance Sales বা Deposit কে আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত Advance Sales বা Deposit পরবর্তীতে বিক্রয়ে পরিণত করা হলে যতটুকু Advance Sales বা Deposit কে পূর্বে আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল ততটুকু পরিমান আয় হতে বাদ দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

৫৭। ২ লাখ টাকার বেশি সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বাড়ি ভাড়া ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করা না হলে উক্ত অর্থ গ্রহণকারীর গৃহ সম্পত্তির আয় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গৃহীত অগ্রিম বাড়ি ভাড়া ৫ বছরের মধ্যে বা চুক্তির মেয়াদ, যেটি কম, এর মধ্যে সমন্বয় না হলে অবশিষ্ট অর্থ গ্রহীতার আয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৫৮। করদাতার দাবিকৃত খরচের উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তন করা না হলে ন্যূনতম কর কিংবা করদাতার লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে এই খরচকে অননুমোদন পূর্বক আয় হিসেবে গণ্য করে নিয়মিত হারে কর আরোপ করার আইনী বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

৫৯। সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং জেলা সদরের পৌরসভায় ১ লাখ টাকার বেশি মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিলে সুস্পষ্টভাবে ক্রেতা এবং বিক্রেতার টিআইএন উল্লেখের বিধান করা হয়েছে।

৬০। এনজিও এবং মাইক্রো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের বিদেশী অনুদান ছাড় করার ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৬১। কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ক্রয়ের মাধ্যমে কর রেয়াত পাওয়ার বিধান রহিত করা হয়েছে।

<u>কর ব্যবস্থার সহজীকরণ, আন্তঃসঙ্গতি ও প্রায়োগিক কার্যকারিতাঃ</u>

৬২। ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ ইত্যাদি এর নিবাসী সংক্রান্ত সংজ্ঞার অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬৩। করদাতার প্ল্যান্ট, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, মোটর যান, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার কে ব্যবসায় নিয়োজিত সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে উহা হস্তান্তরের ফলে উদ্ভুত মূলধনী মুনাফা পুনরায় ব্যবসায় সম্পদ অর্জনে বিনিয়োগ করলে উক্ত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত হিসবে বিদ্যমান আইনে বিবেচিত হবার আইনী বিধান সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৪। কর রেয়াত পরিগণনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বহুধাপভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তে দুইটি ধাপে হ্রাস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট আয় ১৫ লাখ টাকার কম হলে “eligible amount” এর উপর ১৫ শতাংশ হারে এবং ১৫ লাখ টাকার বেশি হলে “eligible amount” এর উপর ১০ শতাংশ হারে কর রেয়াত এর বিধান করা হয়েছে।

৬৫। বৈদেশিক রেমিটেন্স, লাম্প গ্রান্ট এসব খাতের অপ্রদর্শিত আয় সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শন করলেও করমুক্ত থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তবে সফটওয়্যার ব্যবসা ইত্যাদির অপ্রদর্শিত আয় সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নিয়মিত হারে কর প্রযোজ্য হবে।

৬৬। উৎস করের রিটার্ন অডিটের অনুমোদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৬৭। মোট ৬ বছর পর্যন্ত কর মামলা পুনঃউন্মোচনের অনুমোদনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অতি/যুগ্ম কর কমিশনার এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৬৮। সাইনিং মানি বা অন্য কোনো নামে অভিহিত অর্থ প্রাপ্তির সময় উক্ত অর্থের উপর কর্তিত উৎস কর কে ন্যূনতম কর এবং চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৬৯। সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সম্পত্তির অর্জন মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ মূলধনী লাভ বিবেচনায় উৎসে সংগৃহীত অর্থকে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করার বিধান করা হয়েছে।

৭০। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশের বেশি আয় প্রদর্শনের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন অডিট হতে অব্যাহতির শর্ত প্রযোজ্য না হবার বিধান করা হয়েছে।

৭১। ফান্ডের অতিরিক্ত অর্থ সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকে জমা রাখার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ অর্থ সরকারী ব্যাংকে জমা রাখার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৭২। অনিবাসীর Foreign Currency Deposit Account এর সুদ আয়ের করমুক্ত সুবিধা রহিত করা হয়েছে।

৭৩। লটারি আয়ের ক্ষেত্রে আয় এবং করদায় নিরূপণ সহজ করার লক্ষ্যে লটারি আয়ের উপর সকল ক্ষেত্রেই ২০ শতাংশ কর আরোপ করা।